—ছয়ফুল সঙ্গীত—

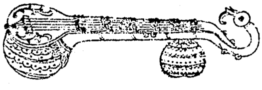

প্রকাশক কবি ঃ—

মোঃ মসাইদ আলী

গ্রামঃ— উত্তর জফরাবাদ পোঃ লালামুখ বাগান
থানা হাইলাকান্দি জিলা কাছাড় (আসাম)।

গায়ক ঃ— ছোট মসাইদ আলী

মূল্য ৬০ পয়সা

জামাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, হাইলাকান্দি—৩

১ নং গান

আমি রূপ দেখিয়া ডুব দিয়াছি তোমার প্রেম সাগরে প্রান বন্ধুরে, প্রেম করলে কি ছাড়া যায়। পাড়ার লোকের ডরে॥ বন্ধু তুমি আমায় না ভূলিও সদায় এসে দেখা দিও না কাদাইও অবলা দাসিরে। দেহ প্রাণ কুল মান তব পদে দিয়াছি দান, হৃদয়ে স্থান দিয়াছি তোমারে॥ বন্ধুরে হৃদয়েতে থাক বসি জেনে তোমার চির দাসি বাজাও বাশি হৃদর মন্দিরে। কেদে সদায় দুই নয়নে কইও কথা বাশি গানে; তুমি বিনে ভয় করি আর কারে॥ ও বন্ধুরে যে শুনেছে তোমার বাশী ছাড়িয়া কূল হয় উদাসী, প্রেমের ফাসি নিয়াছে আদরে। নাজানে বলে মন্দ না পাইয়া প্রেম ফুলের গন্ধ, লোকের মন্দ কি করিতে পারে॥ বন্ধুরে তুমি আমি যেই বাগানে খেলছি খেলা রাত্র দিন যে জানে সে তোমায় আদর করে। কুল গৌরবি আছে যারা কুল লইয়া থাকুক তারা, ছয়ফুল মিয়া কুল দিয়াছে তোমারে॥

২নং গান

ও আমার বন্ধু গুণমনি রে আমার বন্ধু প্রাণের প্রাণি। দুই নয়নে বাসি, চাদ মুখের হাসি, দেখাইও বসি দিবস ও রজনী॥ এ নবীন যৌবনে, তোমারি কারণে, আকুলও প্রাণে আমি হই উদাসিনী। তুমি যৌবনও ফুলে খেল আমার কুলে, ফুটেছে ডালে ডালে পুষ্প রঙ্গিনী। নয়নে নয়নে, প্রেমা আনন্দ বাগানে, খেল নিশি দিনে বন্ধু নয়নও মণি দুই আঁখি টারিয়া জুড়াই ও হিয়া, আমার অঙ্গে ডালিয়া ফুল ভরাইয়া থাগি॥ যা আছে আমার, সকলি তোমার, ভম্ব তুমি কর কার ধার না জানি। ছয়ফুল মিয়া কয় যে সময় যা মনে লয়, খেল বন্ধু রসে তোমার অর্দ্ধাঙ্গীনী॥

৩নং গান

আমার নতুন যৌবনে দেখা দিয়াছ কেনে আমারে বধিলে নি প্রাণেরে ২॥ হেরিয়া বরণ বুলেছে নয়ন, আমি ছাড়িব কেমনে

হায়রে বিদেশি, গলে দিয়াছ পাসি, কান্দাইতেছ দিবানিশি, কোন কারণে ॥ এ নতুন যৌবন, করেছি সমরপন, তোমারি কারণ। করে লুকের বৈরি, আমায় যাও কেনে ছাড়ি, কলঙ্ক জগত জুড়ি তর কারণে ॥ পাইয়া মরে অবুলা কাদাইলে নিরালা, সুনার অঙ্গ করিলে কালা। ও তর ছিল বাসনা, আমায় দিলে যাতনা, কুলের বাহির ছয়ফুল মিয়া তর কারণে ॥

৪ নং গান

যমুনায় আসি হয়াইছি তুষি, কলসী মর ভেসে গেল জলে ২ ॥ করিতে স্নান আকুলিত প্রানরূপ দেখে অজ্ঞান। দেখে রূপেরো কিরণ আকুলিত মন গৃহে যাব কেমন করে তুমায় ভুলে ॥ হাররে নাগড় বিদেশী করলে মরে উদাসী করলেনা দাসের দাসি ছাড়বনা তুরে যা কর মরে কলঙ্কিনী করলে নদীর কুলে ॥ কেমনেতে ভরি জল আখি করে টলমল কেমনেতে গৃহে যাব বল নিয়েছ মর প্রাণ ওরে কালাচান্দ ছয়ফুল মিয়াকয় নতুন যৌবন কালে ॥

৫নং গান

সহেনা জ্বালা কমল প্রাণে। শুইলে স্বপনে দেখি তারে নয়নে বধিল প্রাণে নতুন যৌবনে ॥ শুনগো ললিতা সই দুঃখ আমি কারে কই জলে পুড়ে আঙ্গার হই প্রেম আগুনে। হায়রে নিঠুর নিদারুন বুকে দিল প্রেম আগুন কাছা বাশে ধরে গুণ কাটে রাত্র দিনে ॥ ঐ নিঠুরের প্রেমের দায় কত লোকে মন্দগায় সহেনা দুঃখ কলিজায় বাচি কেমনে। পাড়াপরসী যত লোক সবি হইল বিমুখ কই লুকাল চান্দমুখ বধিয়া প্রাণে ॥ নয়নে ২, ঐ কালিয়ার সনে দেখা যদি হইত মোর রাত্রদিনে। দুই নয়নের দ্বারে হেরিলে বন্ধুরে ছয়ফুলে কি ভয় করে কলঙ্ক ভুবনে ॥

৬নং গান

কেনরে বন্ধু হইলে এমন। নিয়া মন প্রাণ কেন ভাস ভিন্ন জাতি কুল যৌবন দিলাম তর কারণ ॥ আমি কুলেতে দেয়ে ছাই তুমারি গুণ

গাই তব রূপ সাগরে ডুবাই অবলার নয়ন। পিরিতে তুমার করিয়া গৃহেরবার এখন তুমার ব্যবহার দেখি পরিবর্ত্তন ॥ আমার যে দাগও দিয়াছ গায় থাকিতে প্রাণ এদেহে হায় ছাড়বে না হায়রে হায় থাকিতে জীবন। কাদাইতেছ আমারে দিয়ে অনল অন্তরে তোমার ক্রন্দন আছে পরে রাখি ও স্মরণ॥ তুমার যে বাসনা অন্তরে কর কত্ত আমারে রাখিওনা দূরে তুমার হইতে চরণ। তুমার কারন গৃহেরবার তুমি আমার গলের হার তুমি বিনে ছয়ফুল মিয়ার কে আছে আর আপন ॥

৭নং গান

আমারে কেউ গো ভালবাসে না॥ যারে দিলাম প্রাণ, ছাড়িয়া কুলমান, করিয়া অজ্ঞান, খবর রাখে না॥ শুন এগো সখী, কইতে ঝরে আখি, আমার মত দুঃখী ভবে কেউ গো দেখিনা। যারে বলি আপন, সে বুঝে দুসমন, তুলিয়া নয়ন, কথা কয় না॥ আপন জেনে তারে স্থান দিলাম অন্তরে, এই করিবে মরে, আগে জানিনা বুকে দিয়া ছুরি, গিয়াছে পাসরি, সইতে না পারি, সেই যাতনা। কাঁকে লইয়া কলসী, জলেতে প্রবেশি, পুড়া প্রাণ জুড়াইতে যাই করি বাসনা। সঙ্গের সখী যারা, কলসী ভরে তারা, পাইয়া আমার ইসারা, শুকায়যমুনা॥ জলে উঠে কলিজায়, দাড়াইলাম গাছতলায় ছায়া লইতে হায়রে, করি বাসনা। যে ডালেতে ধরি ডাল ভাঙ্গি পড়ি কোন ডালে ছয়ফুল মিয়ার ভর ধরে না॥

৮নং গান

আর দেখা দিওনা স্বপনে॥ পায় ধরি কই বিনাইয়া সয়না জ্বালা পরাণে॥ আর তুমিনারে প্রাণ সখা, এছিল কপালের লেখা রে। সব সখীর সঙ্গে সখা, আমি একা তরজন্যে॥ আর শুইলে স্বপনে আসি, শিয়রেতে বাজাও বাশীরে। ঘুম ভাঙ্গিয়া কান্দি বসি পাইনা

তারে সামনে ॥ আর ছিল কপালের লেখা, সরবরে দিল দেখা রে। স্বপ্নযোগে দিয়া দেখা কান্দাও মরে কি জন্যে ॥ আর বহে ধারা দুই নয়নে ; সয়না জ্বালা কোমল প্রাণে রে। আমারে বান্দিয়া প্রাণে, পাসরিলে কেমনে ॥ আর ছয়ফুল বলে থাক সুখে, যে ছেল মাইরাছ বুকেরে। একদিন এসে যাইও দেখে, অভাগির মরণে ॥

৯নং গান

প্রাণ নিল তার বাশীর গানে। বাজাইয়া বাশী, করিল উদাসী, গকুলে ভুলা বাশীর কারনে ॥ প্রাণ বন্ধের বাশরী, মন করিল চুরি। সহিতে না পারি মরি গো প্রাণে। কঠিন তার হিয়া, বাশরী বাজাইয়া আমারে কান্দাইয়া, মারল প্রাণে ॥ শুন ওগো সখি, ঝরে দুইটি আখি চঞ্চল পাখী রাখ কেমনে। হায়রে হুতাশন কেমনে রাখি যৌবন, বৈরী হল নয়ন, ভুলি কেমনে ॥ শুন ওগো সখীগণ কর তারে বারণ, সহেনা জ্বালাতন, মরি গো প্রাণে। জ্বলে উঠে প্রেম আগুন কাঁচা বাশে ধরে ঘুণ, হইয়াছে নিদারুণ বধিয়া প্রাণে ॥ কয় ছয়ফুল মিয়া জলে ওঠে হিয়া, যাইওনা ছাড়িয়া, রাইখ চরণে। দারুণ অনল হইয়াছে প্রবল নিয়াছি সকল আকাশে ॥

১০নং গান

যে সেল মাইরাছ বুকে কমলীনি রাই। হাটে মাঠে রাস্তা ঘাটে তর নামে বাশী বাজাই। তর দিলে কি মমতা নাই, মান কুলমান সব ত্যাজি কুলে দিলাম ছাই। ওগো দিয়া আশা ভাঙ্গলে বাসা ভাল বাসায় দিলে ছাই ॥ কেমনে ধরাব আমার বুক, শুইলে স্বপনে দেখি তোমার চান্দমুখ। নিশীর যোগে তর শোকে নয়ন জলে বুক ভাসাই ॥ রাই গো তোমার কঠিন হিয়া বড় সুখে আছ তুমি আমায় কান্দাইয়া। আমার বুকে ছেল মারিয়া এখন তোমার মনে নাই ॥ রাই গো তোমার আছে বাড়ী ঘর তোমার জন্য ছয়ফুল মিয়ার মাতা পিতা পর। একদিন আসি লইও খবর যে দিন আমি মরে যাই ॥

১১নং গান

যে অনল দিয়াছ বুকে জ্বালা পুড়ার অন্ত নাই। সোনার অঙ্গ জ্ব
হল ছাই ॥ শ্যাম তুমারে করি যে বারণ, আর মরে দিওনা জ্বা
ত্যজিব জীবন। নাইরে নিঠুর তুমার মতন, ঘরে রইতে দেওনা ঠাই।
শ্যাম অনল আছে যার বুকে, বলে তারে কুল কলঙ্কি পাড়ায় লো
যে শেল মাইরাছ বুকে, নিদাগেতে দাগ লাগাই। বাজাও বাঁ
কদম্ব তলায় বাঁশীর সুরে প্রাণ বিদরে ঘরে থাকা দায়। অঙ্গ জ্ব
প্রেমানলে ছয়ফুল মিয়ার শান্তি নাই ॥

১২নং গান

ওরে বিদেশী আমায় করেছ তুমি ভিন্ন ভাসি না যাও মরে থুইয়া রে
রঙ্গের তরী রঙ্গের বৈটা বাইয়া ॥ সামল বরন রূপ ওরে কালাচা
তুই আখিতে ঝমকে তর আকাশেরী চান। তরে কেমনে ভুলি
জ্বলি জ্বলি নাজাও ভুলি আমারে কান্দাইয়া রে ॥ রঙ্গের তরি রঙ্গে
পাল রঙ্গিনী সকল, তব রূপে ঝলক মারে কাল নদীর জল। ন
যৌবনে তরে দেখে নয়নে কেমনে রহিব আমি ভুলিয়া রে ॥ বসি
নৌকার পাটে বাজাও মোহন বাশি, কেন বা আসিলাম জলে
নিয়া কলসী। মন করিলে চঞ্চল, নিবে কি না বল, করলে পাগ
অবুজ ছয়ফুল মিয়ারে ॥

১৩নং গান

শুন এগো রাই তোমারে জানাই সময় নাই কান্দ কেন বসি গো আ
কেন ডাক পরদেশী ॥ কেবা তরে পাঠাইল কাঁকে কলসী দিয়া আ
কেন ডাক আমি বিদেশী নাইয়া। শুনে তর ডাক কাপে নদীর
হাতের বৈটা ছেড়ে রইলাম বসি গো ॥ দুই নয়নের জলে তো
ভেসে চলে বুক, এ নবীন বয়সে তুমার কেন এত দুখ হেরিয়া তো
প্রাণ রাখা দায় আমার গলায় দিলায় প্রেম ফাসি গো। মনে
থাকে সাধ কও প্রকাশি, কি কারণে কান্দ তুমি এই ঘাটে বসি।

বেশী নাই তোমাকে জানাই ছয়ফুল মিয়া হল আপন দেশী গো ॥

১৪নং গান

কি রূপ হেরিলাম সকি দুই নয়নে। মনে মানেনা নয়নে ভুলে না করিল দেওয়ানা বধিল প্রাণে ॥ হেরিয়া বরণ ভুলেছে নয়ন, হইবে মরণ এখনে। যখন উঠে প্রেম অনল দুই আখিতে আসে জল, প্রাণ পাখী হইয়া চঞ্চল মরতে চায় প্রাণে ॥ দেখাইয়া ছুরত লাগাইল মহবত এখন পাইনা সুজাপত ঘুরতে হয় বনে। বইরি হইল পাড়'র লোক দেখাইতে পারি না মুখ দিলে বন্ধু যত দুখ নুতন যৌবনে ॥ দিয়া তরে মন প্রাণ তেজ্য করি কোলমান পাইনা বন্ধু সুখের স্থান রাত্র গো দিনে। মারিয়া কাটারী দেখ হৃদয় চিরি রাখিয়াছি ভরি ঐরূপ যতনে ।। গলে দিয়া প্রেমের হার করলে আমায় গৃহের বার জ্বলিয়া হইলাম আঙ্গার শান্তি নাই প্রাণে। কাঁদে ছয়ফুল মিয়া সদায় জলে হিয়া রাখ বন্ধু মিশাইয়া তোমার চরণে।

১৫নং গান

আমি তোমায় পাশরী কেমনে। মজলে আখি তোমায় দেখি প্রাণি রাখি কেমনে ॥ দেখছি বদি দুই নয়নে ভুলিনা রূপ রাত্র দিনে গো। হৃদয় কাটে কলো গুনে শুইলে দেখি স্বপনে ॥ তোমার হাতে প্রেম ঢুরি যে দিগ ঘুরাও সে দিক ঘুরি গো। কইর না শাম একাশরি রাইখ মরে চরণে ।। যাও যদি সাম ফাকি দিয়া অবুলারে কাঁদাইয়া গো। কি দেখি ধরাব হিয়া থাকব চাইয়া কার পানে ॥ তুমি আমার প্রাণ সকা ভাগ্য গুণে হ'ল দেখা গো ॥ ছয়ফুল মিয়া হইলে একা বাচবেনি শাম পরানে ॥

১৬ নং গান

যে জ্বালা দিয়েছ প্রাণেরে। আমার গুণ মনি অবলারে না ভুলিও কাঁদি দিন• রজনী রে ॥ যে যাহারে ভাল বাসে দিয়ে মন প্রাণ : সে যদি কয় অন্য কথা আর কোথায় পায় স্থান রে ।। শুইলে সপনে

দেখি গেল আমার কূলে। জাগিয়া না দেখি রূপ ভাসি নয়ন জলে রে॥ কত জন কয় কত কথা মুখের পানে চাইয়া কারে কিছু কইনা আমি তোমারও লাগিয়া রে॥ সতী জানে পতির মর্ম জানে কি আর অন্যে। ভ্রমরে ভুলে না পুষ্প মধুরও কারণে রে॥ তুমি আমার আমি তোমার এ কূলে সে কূলে। হার গাথিয়া ছয়ফুল মিয়া রাখব তোমায় গলে রে॥

১৭ নং গান

বিশ্বরূপি কন্যা তুমি গো মুখপদ্ম তর শশী. এ জগৎ চলিয়া পথে দেখলে মুখের হাসি গো॥ তোমার প্রেমের বাগানে ফুটিছে রঙ্গিন ফুল। তুলতে মধু কত ভ্রমর হইয়াছে আকুল গো। যার পানে চাও ভুনয়নে প্রাণ নিয়ে যাও হরি। কত রঙ্গে সাজ করেছ রসের নাগরী গো॥ কি দিব রূপের তুলনা এজগতে নই। রূপ সাগরে দিয়ে সাতার কিনার নাহি পাই॥ তোমার প্রেমে ছয়ফুল মিয়া হইল দেশান্তরী। হাসি মুখে কও কথা প্রাণ জুড়াও কিশোরী গো॥

১৮ নং গান

মাঝি কৈ যাওরে রঙ্গীন তরী বাইয়া, করলায় আকুল অভাগিনী বাঁশী বাজাইয়া, মাঝি কৈ যাওরে। প্রেম যমুনার প্রেমের নৌকায় প্রেমের পাল উড়াইয়া। চলছ কোথায় বল আমায় গান গাইয়া নাও বাইয়া। ময়ুর পাখী নাচে দেখি অগ্রভাগে রইয়া আশে পাশে প্রেম বাতাসে নচতে আছে ঘিরা॥ বানলায় তরী কেমন করি এত রং মিশাইয়া। ফাকে ফাকে তারা বাসকে চন্দ্র সঙ্গে লইয়া॥ যৌবন বেলা প্রাণ উতলা জলের ঘাটে আসিয়া। ছয়ফুল মিয়া কয় ও দয়াময় না যাও আমায় থইয়া॥